HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৬ : মূলধন

টপিক – ০১ মূলধন

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: মূলধন
টপিক ০২: মূলধনের প্রকারভেদ
টপিক ০৩: মূলধনের কার্যাবলি ও গুরুত্ব
টপিক ০৪: মূলধনের গতিশীলতা
টপিক ০৫: মূলধনের যোগান
টপিক ০৬: মূলধনের গঠন
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মূলধন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মূলধন

ভূমিকা (Introduction): মূলধন উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ (Significant) উপাদান। অপরাপর উপাদানের তুলনায় মূলধন দুষ্প্রাপ্য। এর রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা স্থান, কালভেদে পার্থক্য ঘটে। শিল্প বিপ্লবের পূর্বাপর মূলধন ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যুক্ত হয় সনাতনী ধারণার সাথে আধুনিক মানবীয় মূলধন ধারণা-মানব সম্পদ। মূলধন গঠন, মূলধনের যোগান, মূলধনের গতিশীলতা এসব মানুষের আগ্রহ, পূর্বানুমান, সঞ্চয়ের অভ্যাস এবং দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। মূলধনের প্রাচুর্যতা এবং সর্বোত্তম দক্ষতার সাথে এর ব্যবহারই বর্তমান উন্নয়ন ধারণায় এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

মূলধন

মূলধন উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। সাধারণ অর্থে মূলধন বলতে টাকা-পয়সা বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থকে বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে বোঝায়। যেমন- কৃষকদের বীজ ধান, যা পরবর্তী বছর অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়।

অর্থনীতিবিদ চ্যাপম্যান-এর মতে, "যে সম্পদ কোনো আয় সৃষ্টি করে অথবা উপার্জনে সহায়তা করে তাই মূলধন।" (Capital is wealth which yields an income or aids in the production of an income.)

অধ্যাপক J. S. Mill-এর মতে, "মূলধন হলো ভবিষ্যৎ সম্পদ উৎপাদনের জন্য অতীত শ্রমের সংগৃহীত উপাদান।"*

অর্থনীতিবিদ উইকসেল বলেন, "সঞ্চিত শ্রম ও সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্ত ফলহ মূলধন।"

বম-বয়ার্ক (Bohm-Bawerk)-এর মতে, "মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।"

আধুনিককালে মূলধনের আওতা ব্যাপক হয়েছে। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসহ অর্থের ঐ অংশ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা অধিক উৎপাদনের জন্য উৎপাদন কাজে পুনরায় বিনিয়োজিত হয়।

মূলধন

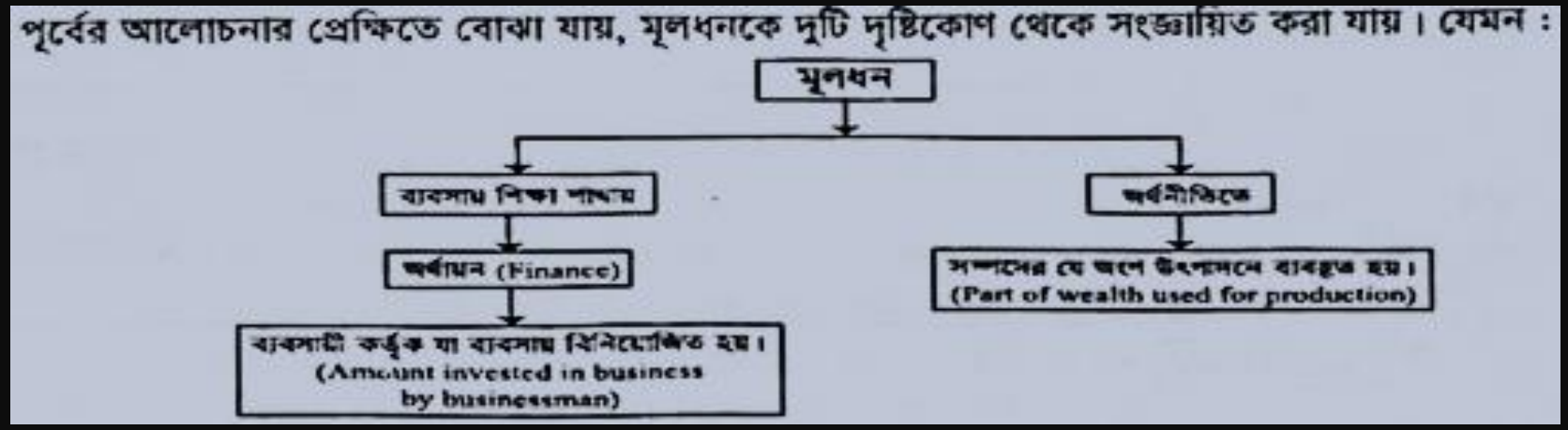

আমরা বুঝতে পারি, মূলধন শব্দটি তিনটি পদের সাথে সম্পর্কিত। পদ তিনটি হলো- (i) সম্পদ (Wealth)", (ii) অর্থ (Money) এবং (iii) আয় (Income)। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নক্রস মূলধনের তিনটি রূপের কথা উল্লেখ করেন। যথা- (i) বস্তুগত মূলধন; যেমন-যন্ত্রপাতি, (ii) অর্থকরী মূলধন, যেমন-ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত অর্থ এবং (iii) ঋণ মূলধন; যথা-বন্ড ও শেয়ার প্রভৃতি।

মূলধন

মূলধনের বৈশিষ্ট্য

মূলধন মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কতগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মূলধনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

১. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান: মূলধন উৎপাদনের কোনো মৌলিক উপাদান এবং প্রকৃতির দান নয়। মানুষের শ্রম এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্ত প্রচেষ্টায় মূলধনের সৃষ্টি যা মানুষ অধিকতর উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করে। তাই অর্থনীতিবিদ বম্-বোয়ার্ক বলেন- 'Capital is the produced means of production.'

২. মূলধন উৎপাদনশীল: মূলধন উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল। অন্যান্য উপাদান দ্বারা যে পরিমাণ উৎপাদন অর্জন করা যায়, মূলধন দ্বারা আরও অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। উৎপাদনক্ষেত্রে যত বেশি মূলধন নিয়োজিত করা যায়, উৎপাদনের পরিমাণও তত বেশি বৃদ্ধি করা যায়। মূলধন পুনরুৎপাদনে ব্যবহৃত মানবসৃষ্ট উপাদান।

৩. মূলধন অতীত শ্রমের ফল: মূলধন হলো অতীত শ্রমের ফল। এটা প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। যেমন: কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি মানুষের পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্ট মূলধন। তাই অধ্যাপক জে. এস. মিল বলেন, 'মূলধন হলো ভবিষ্যৎ সম্পদ উৎপাদনের জন্য অতীত শ্রমের সংগৃহীত উপাদান।' ('Capital is the accumulated product of past labour destined for the production of future wealth.')

মূলধন

মূলধনের বৈশিষ্ট্য

৪. সঞ্চয়ের ফল: মূলধন হলো সঞ্চয়ের ফল। বর্তমানে মানুষের যে চলতি আয় (স্থায়ী আয়সহ) তার কিছু অংশ ভোগ করে, বাকি অংশ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মোকাবেলার জন্য সঞ্চয় করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় হতে বৃহৎ সঞ্চয় এবং তা হতে মূলধন গঠন হয়। তবে উৎপাদিত দ্রব্য যা বর্তমানে ভোগে ব্যবহৃত হয়, তা মূলধন নয়। যেমন: নিজের বা পরিবারের ব্যবহারের জন্য কাপড়, খাদ্য, বসতবাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি মূলধন নয়।

৫. উৎপাদন খরচ বিদ্যমান মানুষ তার শ্রমের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যেহেতু মূলধন সৃষ্টি করে, তাই বলা যায়, মূলধনের উৎপাদন খরচ বিদ্যমান। মানুষই মূলধন সৃষ্টি করে, এটি প্রকৃতির অকৃপণ দান নয়।

৬. ক্ষণস্থায়ী: মূলধন চিরস্থায়ী নয়, এটি ক্ষণস্থায়ী উপাদান। মূলধনের ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি আছে। যেমন: যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা প্রভৃতি। তাই এটি একটি অস্থায়ী উপাদান।

৭. ভবিষ্যৎ আয়ের পথ: মূলধন ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যৎ আয়ের পথ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে মূলধনকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এরূপ উৎপাদন হতে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় আহরণ করা হয়।

মূলধন

মূলধনের বৈশিষ্ট্য

৮. সমজাতীয় নয়: মূলধনের সকল একক সমজাতীয় নয়। বাস্তবপক্ষে মূলধন হলো স্বতন্ত্র ক্রিয়াসম্পন্ন বিবিধ বস্তুর বিভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রণের এক জটিল সমষ্টি। এর প্রতিটি এককের উৎপাদনশীলতা তথা গুণগত মানের পার্থক্য রয়েছে।

৯. গতিশীল : উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা মূলধন তুলনামূলকভাবে গতিশীল। কারণ মূলধন বিভিন্ন খাতে ব্যবহারযোগ্য এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্থানান্তরযোগ্য।

১০. নিষ্ক্রিয় উপাদান: মূলধন নিজে কোনো কিছু উৎপাদন করতে পারে না। শ্রম ভিন্ন মূলধন একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান। যেমন: যন্ত্রপাতি, কলকারখানা নিজেরা কিছু উৎপাদন করে না, যদি এর সাথে শ্রমিক যুক্ত হয় তখনই উৎপাদন সম্ভব।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, মূলধন কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ (জমি, খনি, সমুদ্র ও বন প্রভৃতি) নয়। এটি মনুষ্যসৃষ্ট নিষ্ক্রিয় উপাদান যা ভবিষ্যৎ আয়ের পথ সৃষ্টি করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৬ : মূলধন

টপিক – ০২ মূলধনের প্রকারভেদ

মূলধনের প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মূলধনের প্রকারভেদ

মূলধন অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন :

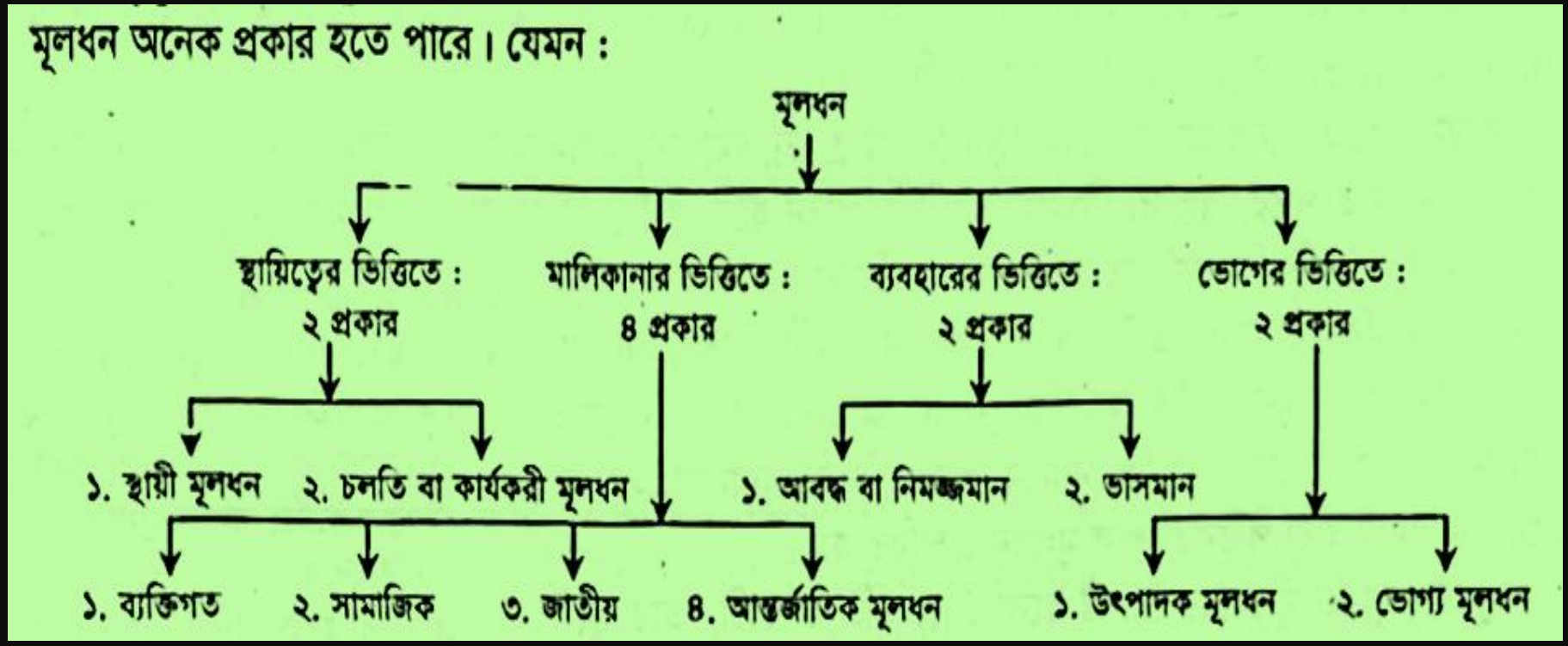

মূলধনের প্রকারভেদ

নিম্নে এসব মূলধনের ধারণা প্রদান করা হলো:

(ক) স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) : এটি সেই অর্থকে বোঝায় বা নির্দেশ করে যা স্থির সম্পদ ক্রয়ে এবং স্থায়ী ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়ে মুনাফা তৈরিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ This is money which is used to purchase assets (such as land, buildings, vehicles, plant and equipment) that will remain permanently in the business and help it to make a profit. এ ধরনের মূলধন দীর্ঘসময়ব্যাপী ব্যবহার করা সত্ত্বেও কোনোরূপ পরিবর্তন বা ক্ষতিসাধন হয় না। যেমন: ভারী যন্ত্রপাতি, স্থায়ী দালান-কোঠা প্রভৃতি।

মূলধনের প্রকারভেদ

স্থায়ী বা স্থির মূলধনের নির্ধারকসমূহ হলো:
(i) ব্যবসায়ের প্রকৃতি (Nature of business), (ii) ব্যবসায়ের আকার, আয়তন (Size of business), (iii) উন্নয়নের পর্যায় (Stage of development), (iv) মালিক কর্তৃক বিনিয়োজিত অর্থ (Capital invested by the owners) এবং (v) জায়গার অবস্থান (Location of the area).

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি কি কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প নাকি যন্ত্রশিল্প, বড় না ছোট? এর মাধ্যমে কী ধরনের উন্নয়ন সাধিত হবে? উদ্যোক্তা নিজস্ব মূলধন কত পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে এবং প্রতিষ্ঠানটি কোথায় অবস্থিত, এসব বিষয়ের ওপর স্থায়ী মূলধন নির্ভর করে।

মূলধনের প্রকারভেদ

স্থায়ী মূলধনের বৈশিষ্ট্য: স্থায়ী মূলধন-(i) দৃশ্যমান, (ii) দীর্ঘকালীন উৎস হতে এ মূলধন সংগৃহীত হয়,(iii) ক্ষয়ক্ষতিজনিত কারণে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর এ মূলধন পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজন, (iv) বার বার ব্যবহার করা যায়, (v) উৎপাদন শুরুর পূর্বেই এর প্রয়োজন হয়, (vi) স্থায়ী সম্পত্তিও এ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, (vii) প্রতিষ্ঠানের আকার-আয়তনের ওপর এরূপ মূলধন বৃদ্ধি নির্ভর করে এবং (viii) এরূপ মূলধনের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়।

উদাহরণ: উৎপাদন প্ল্যান্ট শিল্প ভবন (কারখানা ঘর), দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, ভারী যন্ত্রপাতি, যানবাহন, উন্নত সড়ক ও রেলপথ, বিমানবন্দর, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর, গভীর সমুদ্র বন্দর, সমুদ্রগামী জাহাজ, পদ্মা ব্রিজ, বঙ্গবন্ধু সেতু প্রভৃতি।

মূলধনের প্রকারভেদ

(খ) চলতি/কার্যকরী/পরিবর্তনশীল মূলধন (Working Capital): চলতি মূলধন বলতে মোট মূলধনের সেই অংশকে বোঝায়, যা কোনো চূড়ান্ত পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে সরাসরি একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় (যেমন: কাঁচামাল) এবং উক্ত দ্রব্য বাজারে বিক্রির জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ Working capital or variable capital is referred to the single use produced goods like rawmaterials. They are used directly and only once in production. They get converted into finished goods. Money spend on them in fully recovered when goods made out of them are sold in the market.

মূলধনের প্রকারভেদ

পরিবর্তনশীল মূলধনের নির্ধারকসমূহ:

(i) ব্যবসায়ের আকার, (ii) উন্নয়নের পর্যায় বা স্তর, (iii) সময় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার জটিলতা (Time and complexities of manufacturing process), (iv) উৎপাদন খরচ, (v) নগদ প্রয়োজন (Cash requirements), (vi) বাজারের শর্ত, (vii) মজুদ ও প্রাপ্তির হার, (viii) ক্রয় ও বিক্রয়ের শর্ত, (ix) ঋতুগত ভোগ (Seasonal Consumption), (x) ঋতুগত উৎপন্ন (Seasonal Product), (xi) বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ, (xii) মুনাফার স্তর, (xiii) প্রবৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ মাত্রা, (xiv) উৎপাদন চক্র, (xv) ব্যবসায়ের সাধারণ প্রকৃতি, (xvi) ব্যবসায় চক্র (Business cycle) এবং (xvii) ব্যবসায়ের নীতিমালা।

মূলধনের প্রকারভেদ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আকার ছোট বড় হতে পারে, উন্নতমানের, মধ্যম মানের বা নিম্ন মানের পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজন থাকতে পারে, স্বল্প বা দীর্ঘসময়ব্যাপী উৎপাদন হতে পারে, কী পরিমাণ পণ্য মজুদ রাখা হবে, প্রাপ্তির হার কী পরিমাণ, পণ্যটি কি পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার না-কি একচেটিয়া বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হবে, এটি কি শীতকালীন না-কি গ্রীষ্মকালীন বা বসন্তকালীন পণ্য, মুনাফা কি স্বাভাবিক না-কি অতিরিক্ত হবে, মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবসায় না-কি মুনাফা লাভের জন্য ব্যবসায় ইত্যাদি অনেক উপাদান দ্বারা পরিবর্তনশীল মূলধন প্রভাবিত হয়।

সুতরাং চলতি মূলধনের বৈশিষ্ট হলো: (i) এটি ক্ষণস্থায়ী, তবে স্থায়ী মূলধনকে সচল রাখে। (ii) দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এ মূলধন ব্যয়িত হয়, (iii) এটি একবার ব্যবহার করলেই তার রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়, (iv) স্বল্পমেয়াদি উৎস হতেই চলতি মূলধন সংগৃহীত হয় এবং (v) চলতি মূলধন বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায় অর্থাৎ পূর্ণ স্থিতিস্থাপক।

মূলধনের প্রকারভেদ

উপরিউক্ত স্থায়ী ও চলতি মূলধন ধারণা দু'টি ব্যক্তি উদ্যোক্তা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া কয়েক প্রকার মূলধন রয়েছে। যেমন:

(i) ঘূর্ণায়মান মূলধন (Circulating Capital): যে মূলধন কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যবহার করা হয়, তাকে ঘূর্ণায়মান মূলধন বলে।

(ii) নিমজ্জিত মূলধন (Sunk Capital): যে মূলধন দ্রব্যের অত্যন্ত সীমিত ব্যবহার এবং একটি নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, উক্ত মূলধন দ্রব্য ক্রয়ের জন্য যে মূলধন ব্যবহৃত হয়, তাকে ডুবন্ত বা নিমজ্জিত মূলধন বলা হয়। যেমন উইভিং মেশিন একমাত্র বস্ত্র নির্মাণ কারখানায় (Textile mill) ব্যবহৃত হয়। এখন 'উইভিং মেশিন' (Weaving machine) ক্রয়ে যে মূলধন ব্যবহৃত হয়, তাকে Sunk Capital বলা হয়। এরূপ মূলধনের আরও উদাহরণ হলো স্টিল মিলের লৌহ গলানোর চুল্লি, রেল ইঞ্জিন, কৃষকের কাঠের তৈরি লাঙল প্রভৃতি।

(iii) ভাসমান মূলধন (Floating Capital): যে মূলধন যেকোনো জায়গায় ব্যবহার করা যায় (যেমন: বিদ্যুৎ, যানবাহন, কয়লা) তাকে ভাসমান মূলধন বলা হয়।

(iv) তারল্য বা অর্থ মূলধন (Money or Liquid Capital): বিভিন্ন প্রকার মূলধন দ্রব্য এবং কাঁচামাল ক্রয়ে এ ধরনের মূলধন ব্যবহৃত হয়।

(v) প্রকৃত মূলধন (Real Capital): মেশিনারি, ফ্যাক্টরি ভবন নির্মাণ, আংশিক-চূড়ান্ত দ্রব্য (Semi-finished goods), কাঁচামাল, যানবাহন প্রভৃতি ক্রয়ে এ ধরনের মূলধন ব্যবহৃত হয়।

মূলধনের প্রকারভেদ

(vi) ব্যক্তিগত মূলধন (Private Capital): যেসব মূলধন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানায় থাকে এবং সে তা হতে আয় করে, তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে। যেমন: ব্যক্তিগত ভূমি, ভবন, যানবাহন, কারখানা প্রভৃতি। তবে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের সুনামও (goodwill) ব্যক্তিগত মূলধন হিসেবে স্বীকৃত।

(vii) সামাজিক মূলধন (Social Capital): সমাজের সকল শ্রেণির জনগণের মালিকানায় যে মূলধন থাকে, তাকে সামাজিক মূলধন বলে। যেমন: সড়ক, উদ্যান, হাসপাতাল প্রভৃতি।

(viii) জাতীয় মূলধন (National Capital): দেশের সকল জনগণের সামগ্রিক বা যৌথ মূলধনের সমাষ্ট হচ্ছে জাতীয় মূলধন। যেমন: দেশপ্রেম, কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, রাষ্ট্রীয় মালিকানার ব্যাংক, বিমা, পোস্ট অফিস, বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর প্রভৃতি।

(ix) আন্তর্জাতিক মূলধন (International Capital): পৃথিবী পৃথিবীর সকল স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ যেসব মূলধনের যুক্ত মালিক, তাকে আন্তর্জাতিক মূলধন বলে। যেমন: বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রভৃতি।

মূলধনের প্রকারভেদ

আরও কিছু মূলধন হলো:

১. উৎপাদক মূলধন (Producer's Capital): এরূপ মূলধন উৎপাদন কাজে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন-কারখানা ভবন, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল প্রভৃতি।

২. ভোগ্য মূলধন (Consumer's Capital): এরূপ মূলধন উৎপাদন চলাকালে শ্রমিকদের ভরণ-পোষণ ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন-শ্রমিকদের বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি।

৩. সম্পত্তিগত মূলধন (Assets Capital): সম্পত্তিগত মূলধন এরূপ সব দ্রব্যের সমন্বয়ে গঠিত যার আর্থিক মূল্য আছে, যা থেকে উপযোগ ও আয় প্রবাহ আশা কর। হয় এবং ব্যক্তি ও সমাজ উপকৃত হয়। অধ্যাপক মার্শাল উৎপাদকের মূলধনকে 'বাণিজ্য মূলধন' এবং ভোক্তার মূলধনকে 'ভোগ্য মূলধন' বলে অভিহিত করেন। তবে এ দুটি ধারণার মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। যেমন কোনো ভবনে বসবাস করলে ভোগ্য মূলধন কিন্তু উক্ত ভবনে কারখানা স্থাপন করলে তা উৎপাদক মূলধন হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া, 'অর্থ'ও মূলধন হিসেবে বিবেচ্য হবে যখন এটি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু যখন সঞ্চয় বা ভোগের ক্ষেত্রে 'অর্থ' ব্যবহৃত হবে, তখন একে মূলধন বলা যাবে না। কারণ এক্ষেত্রে অর্থ উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ব্যবহার হয়নি।

মূলধনের প্রকারভেদ

স্থায়ী মূলধন এবং চলতি মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

Difference between Fixed Capital and Working Capital

যেকোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধানত দু'ধরনের মূলধনের প্রয়োজন হয়। যথা-স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন। কিন্তু এ দু'ধরনের মূলধনের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

ক. সংজ্ঞা: যে মূলধন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয়, তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। পক্ষান্তরে, যে মূলধন চলতি/অস্থায়ী সম্পত্তিতে আবশ্যকীয়ভাবে বিনিয়োগ করা হয়, তাকে চলতি মূলধন বলে।

খ. স্থায়িত্ব: স্থায়ী মূলধন দীর্ঘস্থায়ী। বারবার ব্যবহার করা গেলেও চলতি মূলধন ক্ষণস্থায়ী। একবার ব্যবহার করলেই চলতি মূলধন নিঃশেষ হয়ে যায়।

গ. স্থিতিস্থাপকতা: স্থায়ী মূলধন তুলনামূলকভাবে অস্থিতিস্থাপক, হঠাৎ করেই বাড়ানো বা কমানো যায় না। পক্ষান্তরে, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে চলতি মূলধন সহজেই হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়।

ঘ. উৎস: স্থায়ী মূলধন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। পক্ষান্তরে চলতি মূলধন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত উৎস থেকে সংগৃহীত হয়।

মূলধনের প্রকারভেদ

ঙ. উদাহরণ: কোনো প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত জমি, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, স্থায়ী কর্মকর্তার ভেতন-ভাতা, যন্ত্রপাতি, কলকজা ইত্যাদি স্থায়ী মূলধনের শ্রেণিভুক্ত। পক্ষান্তরে, উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল, সার, বীজ, ভাসমান শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি চলতি মূলধনের শ্রেণিভুক্ত।

চ. তুলনামূলক গুরুত্ব: সাধারণত বৃহদায়তন, ভারী ও মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রে স্থায়ী মূলধনের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক হলেও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প সচল রাখার ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অধিক। স্থায়ী ও চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ যেকোনো উৎপাদন বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার মূলধনের সমন্বিত প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৬ : মূলধন

টপিক – ০৩ মূলধনের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

মূলধনের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মূলধনের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থা মূলধননির্ভর। আধুনিক যুগে উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধন এমন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে যার ফলে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। বর্তমানে শিল্প প্রসারের সাথে সাথে মূলধনের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ উৎপাদনব্যবস্থায় মূলধন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে:

১. উৎপাদন বৃদ্ধি: আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থা মূলধন নিবিড় হওয়ার কারণে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বৃহদায়তন শিল্পে ও যন্ত্রায়িত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের হার বেশি হয়।

২. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি: উৎপাদনক্ষেত্রে অধিক মূলধনী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের দৈহিক পরিশ্রম কম হয় এবং তারা নিজ নিজ কাজ অধিক যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

৩. কাঁচামালের যোগান দেয়া দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাঁচামালের যোগান দেয়া মূলধনের একটি অন্যতম প্রধান কাজ।

৪. যন্ত্রপাতির যোগান দেয়া: আধুনিক যুগে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে এমনকি কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হলে বিপুল পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। কারণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহে মূলধন প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেয়।

৫. বৃহদায়তন উৎপাদনের সহায়তা: বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে দেশে-বিদেশে বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মূলধনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে দ্রব্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয়।

মূলধনের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

৬. শ্রমবিভাগ প্রবর্তন: মূলধন ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন চালু হওয়ায়, শ্রমবিভাগের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

৭. সময় সংক্ষেপ: উৎপাদনক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও কলকজা ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এর ফলে শ্রমিকের অবসর ও ভোগ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনের সময় সংক্ষেপ হয়।

৮. উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়: মূলধনের মাধ্যমে বৃহদায়তন উৎপাদন চালু করায় অল্প খরচে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এর ফলে উৎপাদনে গড় খরচ হ্রাস পায় এবং বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর দামও কম হয়।

৯. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : যে দেশে মূলধন যত বেশি, বিনিয়োগও তত বেশি হয়। এর ফলে দেশে অধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেখানে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

১০. উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা: মূলধন বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন অবিরাম গতিতে চলতে পারে। এর ফলে উৎপাদনের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং দ্রব্যসামগ্রীর যোগান সংকট হ্রাস পায়।

মূলধনের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

১১. উদ্ভাবন: মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দেশ নতুন যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করতে পারে। উন্নত দেশসমূহের বর্তমান অগ্রগতি অর্জন এ উদ্ভাবনের ফল।

১২. প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তম ব্যবহার: মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ যদি মূলধনে সমৃদ্ধ হতো, এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহার নিজস্ব পরিকল্পনায় করা সম্ভব ছিল।

(১৩) আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন: যেকোনো দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের উন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর ওপর নির্ভর করে। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়নে মূলধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(১৪) জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সহায়ক: অধিক মূলধনের মাধ্যমে বৃহদায়তন উৎপাদন চালু করে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মূলধনের কার্যাবলি ও গুরুত্ব

(১৫) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূলধনের গুরুত্ব: পুঁজিবাদে মূলধনের গুরুত্ব অপরিসীম। বলা যায়-মূলধনের প্রাচুর্য পুঁজিবাদ উদ্ভবের ও বিকাশের মূল কারণ। পুঁজিবাদে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এবং উন্নত শ্রমবিভাগের দ্বারা উৎপাদনকার্য পরিচালনা করা হয় যেখানে মূলধন মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, উৎপাদনব্যবস্থায় মূলধন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলধনের স্বল্পতার জন্যই উন্নয়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমান মূলধননির্ভর উৎপাদনব্যবস্থায় মূলধনকে কোনোভাবেই বাদ দেওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। তাই বলা যায়, কোনো দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব অনেক বেশি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৬ : মূলধন

টপিক – ০৪ মূলধনের গতিশীলতা

মূলধনের গতিশীলতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মূলধনের গতিশীলতা

মূলধনের গতিশীলতা বলতে মূলধনের স্থানান্তরকে বোঝায়। Capital is perfectly mobile which in turn means that there are no obstacles whatsever to moving money (Cash, bank deposits, bonds, shares ...) from one Country to another. মূলধনের স্থানান্তর প্রধানত দু'ধরনের হতে পারে। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর এবং আন্তর্জাতিক স্থানান্তর। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর আবার দু' প্রকার। যথা- (ক) কারবারগত গতিশীলতা ও (খ) স্তরগত গতিশীলতা। মূলধন যদি এক কারবার হতে অন্য কারবারে বা এক ফার্ম হতে অন্য ফার্মে স্থানান্তরিত হয়, তাকে কারবারগত গতিশীলতা বলে। যেমন-স্কয়ার ফার্মা হতে স্কয়ার টেক্সটাইলে মূলধনের স্থানান্তর-এর অন্তর্গত। আবার চলতি মূলধনের কিছু অংশ যদি স্থায়ী মূলধনে রূপান্তরিত করা হয়, তাকে স্তরগত গতিশীলতা বলে। যেমন, কোনো কোম্পানি তার চলতি মূলধনের ১০ কোটি টাকা হতে ২ কোটি টাকা অন্যত্র কারখানা স্থাপনের জন্য ব্যয় করেন। এক্ষেত্রে এ ২ কোটি টাকা হলো মূলধনের স্তরগত গতিশীলতা। পক্ষান্তরে অধিক মুনাফা লাভের আশায় একদেশ থেকে যদি অন্যদেশে মূলধনের স্থানান্তর করা হয়, তাকে মূলধনের আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বা গতিশীলতা বলে।

মূলধনের গতিশীলতা

মূলধনের স্থানান্তর গতি যত বৃদ্ধি পাবে আয় সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধির প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে। মূলধন হলো ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাণস্বরূপ। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব যথেষ্ট। মূলধনবিহীন উৎপাদন কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই চলতে পারে না। মূলধনের স্থানান্তরের ফলে অধিক প্রয়োজনীয় স্থানে মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক ধনবৈষম্য দূর, মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের (globalisation) যুগ। বিশ্বায়নের এ সময়ে, বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় সেসব দেশ সফল হবে যেখানে মূলধনের কোনো ঘাটতি নেই। মূলধন সমৃদ্ধ দেশ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প ব্যয়ে উন্নতমানের পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন করে রপ্তানির মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে।

মূলধনের গতিশীলতা

মূলধনের গতিশীলতার নির্ণায়কসমূহ

যেকোনো দেশের মূলধনের গতিশীলতা অনেকগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যেমন:

(i) মূলধনের যোগান বা প্রাচুর্য: যেকোনো দেশে মূলধন যত বেশি প্রাচুর্য হবে তত বেশি গতিশীল হবে। মূলধন সংকটের কারণে গতিশীলতা হ্রাস পায়। মূলধন যত বেশি গতিশীল হবে তত বেশি আয় বা সম্পদ সৃষ্টি করে।

(ii) উন্নত অবকাঠামো: যে দেশের অবকাঠামো উন্নত, সেখানে বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

(iii) শক্তি ও জ্বালানি সম্পদ: শক্তি ও জ্বালানি সম্পদের পর্যাপ্ততার ওপর মূলধনের গতিশীলতা নির্ভরশীল। যে দেশ শক্তি ও জ্বালানি সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে দেশে মূলধনের গতিশীলতা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয় এবং দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নত হয়।

(iv) বিনিয়োগের আকর্ষণীয় পরিবেশ: কোনো দেশে বিনিয়োগের আকর্ষণীয় পরিবেশের ওপর মূলধনের গতিশীলতা নির্ভর করে। বিনিয়োগের পরিবেশ যদি অনুকূল না হয় বা আকর্ষণীয় না হয়, তবে সেখানে মূলধন প্রবাহ অত্যন্ত ধীর গতির হবে।

(v) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: দেশের রাজনীতি যদি স্থিতিশীল হয়, নিরাপদ হয়, সেখানে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ বাড়াবে। যতই বিনিয়োগ বাড়বে, ততই মূলধন গতিশীল হবে।

মূলধনের গতিশীলতা

মূলধনের গতিশীলতার নির্ণায়কসমূহ

(vi) মানবসম্পদ: কোনো দেশের মানবসম্পদের ওপরও মূলধনের গতিশীলতা নির্ভর করে। দক্ষ মানব সম্পদে সমৃদ্ধ দেশে মূলধন গতিশীল হয়।

(vii) আঞ্চলিক সম্পর্ক ও বিশ্বায়ন: বিশ্বায়নের এ সময়ে বিভিন্ন দেশের সাথে কোনো দেশের সম্পর্ক স্থাপন এবং উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে অনুন্নত দেশসমূহের প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ সহজ হয় আবার উন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

(viii) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যব্যবস্থা যত শক্তিশালী ও প্রসারিত হবে, মূলধনের গতিশীলতাও তত বেশি ব্যাপক হবে।

এছাড়া প্রযুক্তির ব্যবহার, দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি, সরকারের করনীতি, বাণিজ্যনীতি, সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক নিরাপত্তা, জনগণের মনোভাব প্রভৃতির ওপরও মূলধনের গতিশীলতা নির্ভর করে।

মূলধনের গতিশীলতা

মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব

অর্থনীতিতে মূলধনের গতিশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন:

(ক) অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি: দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণভাবে মূলধন গতিশীল থাকা আবশ্যক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, শহরে এবং গ্রামে পর্যাপ্ত মূলধনের সরবরাহ বিদ্যমান থাকলে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

(খ) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: দেশে পর্যাপ্ত মূলধন থাকলে এবং তা পূর্ণমাত্রায় গতিশীল হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, বেকারত্ব হ্রাস পায়।

(গ) উন্নয়ন সাধন: উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের পেছনে মূলধনের গতিশীলতার কার্যকর অবদান রয়েছে। উৎপাদনক্ষেত্রে নতুনত্ব প্রবর্তন এবং সুষম উন্নয়ন এসব ধারণার সাথেও মূলধনের গতিশীলতার তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

(ঘ) বৈশ্বিক বাণিজ্য বৃদ্ধি (Increased foreign trade): মূলধনের গতিশীলতার মাধ্যমে বৈশ্বিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন উপকরণের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ দেশসমূহ প্রয়োজনীয় মূলধন ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষায়িত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈশ্বিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। যেসব দেশে মূলধন সংকট রয়েছে, সেসব দেশ বৈশ্বিক বাণিজ্যের সুফল ভোগ করতে পারে না।

মূলধনের গতিশীলতা

মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব

(ঙ) বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি (Increased Foreign Investment): মূলধনের গতিশীলতার মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে পারে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহে দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI) এর প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগ (FDI)-এর সাম্প্রতিক ধারা:

বছর	২০০৬	২০১৩	২০১৬	২০১৮	২০২০	২০২১*
মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৭৯৩	১,৫৯৯.১৬	২,৩৩২.৭	৩,৬১৩.৩	২,৫৬৪	১,৮০৪

বাংলাদেশে FDI সহায়তা যেসব খাতে পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-সেবা, বস্ত্র, কৃষিভিত্তিক, রসায়ন এবং প্রকৌশল, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, চামড়া ও চামড়াজাত এবং খাদ্য ও খাদ্যজাত। সেবা খাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানি ও গ্যাস এবং বিনোদন ইত্যাদি উপ-খাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মূলধনের গতিশীলতা

মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব

(চ) বিনিময় হার (Exchange rate): আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, বৈদেশিক দেনা পরিশোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিময় হার ভূমিকা পালন করে। মূলধনের গতিশীলতার ওপর বিনিময় হারের নমনীয়তা (flexibility) নির্ভরশীল।

(ছ) উচ্চতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি (Higher development and prosperity) অর্জন: অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে যদি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে হয় সেক্ষেত্রে মূলধনের গতিশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম।

আলোচনা হতে বলা যায়, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন সাধন, আঞ্চলিক ধনবৈষম্য হ্রাস, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে মূলধনের গতিশীলতা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, মূলধন বাজার প্রভৃতি খাত সমৃদ্ধ হতে হলে সেখানে মূলধনের গতিশীলতার প্রয়োজন যেমন বিদ্যমান, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত, ভোগ, উদ্ভাবন এবং পরিবেশ সুরক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৬ : মূলধন

টপিক – ০৫ মূলধনের যোগান

মূলধনের যোগান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মূলধনের যোগান

আমরা জানি, মূলধনের দাম হচ্ছে সুদ। মূলধন তৈরি হয় সঞ্চয় হতে। সঞ্চয় সৃষ্টি হয় প্রত্যেক ভোক্তার বর্তমান আয় থেকে ভোগ ব্যয় নির্বাহ করার পর যা উদ্বৃত্ত থাকে, তাই। সুতরাং মূলধনের যোগান বাড়ানোর জন্য সঞ্চয় বাড়াতে হবে। সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য সুদের হার বাড়াতে হবে। অতএব, মূলধনের যোগান হলো জনগণের হাতে বিদ্যমান সেই পরিমাণ অর্থ, যা তারা ভোগের জন্য ব্যয় না করে সুদের বিনিময়ে মূলধন হিসেবে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। It is the monetary value of products left after consumption. It is directly related to interest rate if interest rate is high, the people save more to earn more interest and vice versa.

গাণিতিকভাবে, SK = Y - C এবং SK x i; Sci SK এর প্রধান উপাদান হলো দুটি। একটি স্থির মূলধন KF এবং অপরটি হলো চলতি বা পরিবর্তনশীল মূলধন Kw। সংক্ষেপে, SK = KF + Kw	এখানে SK = Supply of Capital (মূলধনের যোগান) Y = National Income (জাতীয় আয়) এবং C = Consumption (সামগ্রিক ভোগ ব্যয়) S = সঞ্চয় i = সুদের হার x = আনুপাতিক সম্পর্কের চিহ্ন

মূলধনের যোগান

যেকোনো দেশে মূলধনের যোগান দু'ভাবে হতে পারে। যথা: (ক) অভ্যন্তরীণ উৎস এবং (খ) বৈদেশিক উৎস। অভ্যন্তরীণ উৎস (Internal Sources): মূলধন যোগানের অভ্যন্তরীণ উৎস নিম্নরূপ:

(i) স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় (Voluntary Savings) বৃদ্ধি: দেশের জনগণের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় বৃদ্ধির ওপর মূলধনের - যোগান নির্ভরশীল। জনগণের মধ্যে এ প্রবণতা যত বৃদ্ধি পাবে মূলধনের যোগানও সেই হারে বৃদ্ধি পাবে।

(ii) রাজস্ব উদ্বৃত্ত (Revenue Surplus): সরকার বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ করে তার পরিমাণ যদি রাজস্ব আয় থেকে কম হয়, তখন রাজস্ব উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হবে যা মূলধন যোগানের উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

(iii) নিট মূলধন আয় (Net Capital Receipts): ব্যাংক জনসাধারণের নিকট সরকারি বন্ড ও বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র বিক্রয় করে যে মূলধন সংগ্রহ করে তা সরকারের নিট মূলধন আয় হিসেবে গণ্য হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সংরক্ষিত তহবিল এবং সঞ্চয় হতে সরকার মূলধন যোগান দিয়ে থাকে।

মূলধনের যোগান

(iv) বেসরকারি সঞ্চয় (Private Savings): দেশের ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের অর্থ সঞ্চিত থাকে। এসব সঞ্চয় থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে মূলধনের যোগান দেওয়া যায়।

(v) অতিরিক্ত কর ধার্য (Additional Taxation): সরকার অনেক সময় বাজেটে বিদ্যমান করের হার বৃদ্ধি করে এবং অতিরিক্ত কর ধার্য করে মূলধনের যোগান সৃষ্টি করে।

(vi) আর্থিক প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, বাংলাদেশ গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা, কৃষি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক এবং NGO সহ বিভিন্ন উন্নয়নধর্মী আর্থিক প্রতিষ্ঠান মূলধনের যোগান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এছাড়া সরকার নতুন মুদ্রা বা নোট ছাপিয়েও এরূপ তহবিল গঠনে ভূমিকা রাখে।

মূলধনের যোগান

(খ) বৈদেশিক উৎস (External Sources): বিশ্বের বহুদেশ তাদের মূলধন যোগানের জন্য বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করে। বেশির ভাগ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ অভ্যন্তরীণ উৎস দ্বারা প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করতে পারে না, তাই বাধ্য হয়ে ঐসব দেশ বৈদেশিক উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI) মূলধন যোগানের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রত্যাশিত, কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করছে।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ বিভিন্ন বন্ধু দেশ ও সংস্থা হতে দান (Grant) ও ঋণ (Loan), শর্তহীন ও শর্তযুক্ত ঋণ (Untied Loan and Tied Loan), আর্থিক সাহায্য (Monetary aid) ও কারিগরি সাহায্য (Technical Aid), কোমল ও কঠিন শর্তে ঋণ (Soft and Hard Loan) এবং দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সাহায্য (Bilateral and Multi-lateral Aid) এর মাধ্যমে মূলধনের যোগান সংকট মোকাবেলা তথা মূলধন সংগ্রহ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৬ : মূলধন

টপিক – ০৬ মূলধনের গঠন

মূলধনের গঠন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মূলধনের গঠন

সাধারণভাবে মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে 'মূলধনের গঠন' বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা সামগ্রী, বিদ্যুৎ, পরিবহণ দ্রব্য, বাঁধ প্রভৃতি মূলধন দ্রব্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়, তাকে মূলধন গঠন বলা হয়।

মূলধন গঠন সম্পর্কে অধ্যাপক R. F. Benham বলেন, "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো সমাজ তার মূলধনের যে পরিমাণ বৃদ্ধি সাধন করে, তাকে উক্ত সময়ের মূলধন গঠন বলা হয়।" (The amount which a community adds to its capital during a period is known as capital formation during the period.)

অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কস-এর মতে, "কোনো দেশ তার বর্তমান উৎপাদনকারী ক্ষমতার সম্পূর্ণটা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহার না করে এ ক্ষমতার একটি অংশ মূলধন সামগ্রীর উৎপাদন কাজে নিয়োগ করলে তাকে মূলধন গঠন বলা হয়।"

অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাকে মূলধন গঠন বলা হয়। ব্যাপক অর্থে, অর্থনীতিতে মূলধন গঠন বলতে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয়, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ এবং তার উপযুক্ত বিনিয়োগ করা হয়, তাকে মূলধন গঠন বলে।

সূত্র: যদি। সময়ের মূলধনের মজুদ k_1 এবং (t+1) সময়ে মূলধনের মজুদ ki+1 হলে, (t + 1) সময়ে মূলধন গঠন = k+1 - K

= উক্ত সময়ে নিট বিনিয়োগ

মূলধনের গঠন

উদাহরণ: মনে করা যাক, ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ১৩৫,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। কিন্তু ২০২০ সালের জুন মাসে দেশের মোট মূলধনের মূল্য দাঁড়ালো ১৪৪,০০০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে, বার্ষিক মূলধন গঠনের পরিমাণ দাঁড়ালো ৯,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃত মূলধন বৃদ্ধির বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য মূলধন সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতির (অবচয়) বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়। ধরি, উক্ত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ২৮০০ কোটি টাকা। অতএব ঐ সময়ে নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ (৯০০০ – ২৮০০) = ৬২০০ কোটি টাকা। এভাবে কোনো দেশের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের প্রকৃত মূলধন গঠনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

প্রকারভেদ: মূলধনের গঠন নিম্নরূপ হতে পারে-

(i) প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন গঠন (Institutional Capital formation), (ii) সামাজিক মূলধন গঠন (Social Capital formation) এবং (iii) মানবীয় মূলধন গঠন (Human Capital formation)

মূলধনের গঠন

মূলধন গঠন পদ্ধতি (Process of Capital Formation): মূলধন গঠন পদ্ধতি তিনভাবে হতে পারে। যেমন-(i) সঞ্চয় সৃষ্টি (Creation of savings), (ii) সঞ্চয় আহরণ, (iii) সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করা (Investment of savings) I

সরকার বিভিন্নভাবে মূলধন গঠন করতে পারে। সরকার প্রথমে অপূর্ণতা (drawbacks) কোথায় কোথায় রয়েছে, তা চিহ্নিত করবে। একই সাথে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সঞ্চিত অর্থ দক্ষতার সাথে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করলে মূলধন বৃদ্ধি পায়।

এক্ষেত্রে সঞ্চয় [S = (Y-C) > 0] বৃদ্ধির জন্য সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

মূলধনের গঠন

যেমন: (i) পরোক্ষ করের (indirect tax) মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে পারে। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র শ্রেণির ভোক্তারা যেসব পণ্য ভোগ করে, সেগুলোতে ছাড় দিয়ে বিলাস দ্রব্য/আরামপ্রদ পণ্যদ্রব্যের ওপর এবং উচ্চ শ্রেণির সেবার ওপর অধিক পরোক্ষ কর আরোপ করলে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। (ii) সরকার বেসরকারি বিনিয়োগকে (Private investment) উৎসাহিত করার জন্য বিনিয়োগবান্ধব করনীতি গ্রহণ করতে পারে। (iii) সরকার দেশীয় এবং বৈদেশিক উৎস হতে স্বল্পসুদে এবং সুদবিহীন ঋণ গ্রহণ করলে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। (iv) সরকারি সেক্টরের অ-বিনিয়োগকৃত (Dis-investment) অর্থও সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করে। (v) ব্যক্তিশ্রেণির সঞ্চয়কে সংগ্রহ করার জন্য সরকার দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে সহায়তা করে। এভাবে বিভিন্ন উপায়ে আর্থিক সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করে তা দ্বারা প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মূলধন দ্রব্য ক্রয়ের মাধ্যমে দেশে মূলধন গঠন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মূলধনের গঠন

মূলধন গঠনের হার (Rate of Capital Formation): কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (এক আর্থিক বছর) কোনো দেশের মূলধন বৃদ্ধির হারকে বলা হয় মূলধন গঠনের হার।

মূলধন গঠনের হার = পর পর দু'টি সময়ের মূলধনের নিট পরিবর্তন ÷ প্রাথমিক মূলধন × ১০০

উদাহরণ: ২০২১-২০২২ সালে বাংলাদেশে মোট মূলধন দ্রব্যের মজুদ ছিল ১,৮০,০০০ কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ সাল শেষে দেশে মূলধন মজুদ দাঁড়ায় ২,২০,০০০ কোটি টাকা। উক্ত বছরে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি (অবচয়) জনিত ব্যয় ৩,৫০০ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ = (২,২০,০০০ – ১,৮০,০০০) কোটি টাকা = ৪০,০০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূলধনের নিট পরিবর্তন = (৪০,০০০ – ৩,৫০০) কোটি টাকা = ৩৬,৫০০ কোটি টাকা।

সুতরাং ২০২২-২৩ অর্থবছরে মূলধন গঠনের হার = ৩৬,৫০০ ÷ ১,৮০,০০০ × ১০০ = ২০.২৭%।

মূলধনের গঠন

মূলধন গঠনের গুরুত্ব (Importance of Capital Formation): বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অপর্যাপ্ততা বা অভাব রয়েছে। মূলধনের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত না হলে কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। মূলধন গঠনের হার সমৃদ্ধ হলে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে, কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে। ভবিষ্যতের উৎপাদনের আধুনিক উপকরণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, নানান ধরনের মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির দেশটি একদিন শিল্পনির্ভর অর্থনীতির দেশে রূপান্তর হবে। তাই যেকোনো অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মূলধনের গঠন

মূলধন গঠন কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে

মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে। মানুষ তার অর্জিত আয় প্রধানত দুভাবে ব্যয় করে, একটি অংশ বর্তমান ভোগ ব্যয়ের জন্য অপর অংশটি ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়, এটিই সঞ্চয়। সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে অনুকূল আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগ করলে মূলধন সৃষ্টি হয়। এ সঞ্চয়ের পরিমাণ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যথা: (ক) সঞ্চয়ের সামর্থ্য (Ability to save), (খ) সঞ্চয়ের ইচ্ছা (Willingness to save) ও (গ) বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা (Investment opportunities) ।

নিম্নে এসব বিষয় আলোচনা করা হলো:

(ক) সঞ্চয়ের সামর্থ্য: মূলত মানুষের আয়ের ওপর সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয়ের পরিমাণ বেশি, পরিবারের আয়তন ছোট এবং সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলে সঞ্চয়ের সামর্থ্য বাড়ে। ফলে যে দেশে আয় বেশি ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কম, সে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ অধিক হয় এবং মূলধন গঠনের হারও অধিক হয়ে থাকে।

মূলধনের গঠন

মূলধন গঠন কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে

(খ) সঞ্চয়ের ইচ্ছা: সঞ্চয়ের সামর্থ্যের সাথে সাথে সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকলে তবেই সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মূলধন গঠন সম্ভব হয়। কারণ বাস্তবে অনেক লোক প্রচুর আয় করা সত্ত্বেও সে এত অমিতব্যয়, অপরিণামদর্শী ও বিলাসিতায় জীবন কাটানোর ফলে সঞ্চয় করতে পারে না। সুতরাং সঞ্চয় করতে হলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকা উচিত। যেকোনো দেশের মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নিম্নের কয়েকটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়:

(১) দূরদৃষ্টি: মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ভবিষ্যতে সংসারের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন অর্থাৎ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন (Foresight) লোকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবল আগ্রহ দেখা যায়।

(২) পারিবারিক স্নেহ-মমতা: যেসব মানুষের পারিবারিক স্নেহ-মমতা (Family affection) বেশি, তাদের সঞ্চয় করার ইচ্ছাও বেশি হয়। পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক স্নেহশীল ব্যক্তিরা পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, বিবাহ, ভরণপোষণ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়।

মূলধনের গঠন

মূলধন গঠন কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে

(৩) ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা: মানুষ সমাজে ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভের আশায় (ambition for social power and prestige) সঞ্চয় করে থাকে। কারণ বিত্তশালীরা সাধারণত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে।

(৪) জানমালের নিরাপত্তা: দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও আইন-কানুনের ওপর অর্থাৎ জানমালের নিরাপত্তার ওপর সঞ্চয় করার ইচ্ছা অনেকাংশে নির্ভর করে। যেসব দেশের আইন-শৃঙ্খলার দ্বারা মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ রয়েছে সেসব দেশে মানুষের সঞ্চয় করার ইচ্ছা বেশি হয়।

(৫) কার্পণ্য: কৃপণ ব্যক্তিরা সর্বদা অভ্যাসবশত কম ভোগ করে সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। অর্থ সঞ্চয় করাটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়।

মূলধনের গঠন

মূলধন গঠন কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে

(৬) সুদের হার: সুদের হার সঞ্চয় করার ইচ্ছাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন মেয়াদি আমানতের ওপর উচ্চহারে সুদ প্রদান করতে থাকলে জনসাধারণের সঞ্চয়ের আগ্রহ বাড়ে।

(৭) করব্যবস্থা ও সরকারি নীতি: করব্যবস্থা ও সরকারি নীতি যদি এমন হয় যে, সঞ্চিত অর্থের জন্য কোনো কর দিতে হবে না, তখন মানুষ বেশি করে সঞ্চয় করতে আগ্রহী হয়। অর্থাৎ সরকারের করব্যবস্থা ও সরকারি নীতি জনসাধারণের সঞ্চয় অভ্যাসকে প্রভাবিত করে।

(৮) শিক্ষা ও সামাজিক রীতিনীতি: দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনগণ নিজেদের অনাগত ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছাড়াও দেশের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়, রাজস্ব উদ্বৃত্ত, সরকারি প্রতিষ্ঠানের লাভ, সরকারি ব্যয় হ্রাস, ঋণ গ্রহণ, বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতি একটি দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

মূলধনের গঠন

মূলধন গঠন কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে

(গ) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা: মূলধনের নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা যত বেশি হবে সঞ্চয়ের পরিমাণও তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চিত অর্থ সঠিকভাবে মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করার জন্য প্রয়োজন হলো দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বুনিয়াদ সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। কারণ, মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধার কারণে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

আধুনিক যুগে সরকার নিম্নোক্ত উপায়েও মূলধন গঠন করতে পারে:

প্রথমত, সরকার জনগণের ওপর অধিক কর ধার্য করে ও বেসরকারি খাত হতে সম্পদ সরকারি খাতে স্থানান্তরিত করে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে প্রকৃত মূলধন গঠন বৃদ্ধি করতে পারে। সরকার দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থা, পুল, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করতে পারে।

মূলধনের গঠন

মূলধন গঠন কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভর করে

দ্বিতীয়ত, সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট নীতি অনুসরণ করে মূলধন গঠন করতে পারে।

তৃতীয়ত, সরকার বিভিন্ন বন্ধুদেশ, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সংস্থা থেকে শর্তহীন, কম সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করে উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করে মূলধন গঠন করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বিভিন্ন উপায়ে কোনো দেশে মূলধন গঠন করা যায়। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মূলধন গঠনের ওপর নির্ভরশীল বলে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

মূলধনের গঠন

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে মাথাপিছু আয় স্বল্প হওয়ায় সঞ্চয়ের হার কম, তাই মূলধন গঠনও দুর্বল। এসব দেশে মূলধন গঠনের স্বল্পতা উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এখানে মূলধন গঠনের স্তরগুলোতে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় তা হলো:

১. স্বল্প আয়: অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্বল্প উৎপাদনের কারণে জনগণের মাথাপিছু আয়ও স্বল্প।-মুদ্রাস্ফীতির হার অধিক হওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেশি। তাই, এসব দেশে জনগণের দৈনন্দিন ভোগ ব্যয় নির্বাহের পর সঞ্চয়ের পরিমাণ তেমন থাকে না।

২. সঞ্চয় প্রবণতা কম: যেহেতু এখানে মানুষের আয় স্বল্প, ভোগ প্রবণতা অধিক তাই সঞ্চয় প্রবণতা কম। সঞ্চয় প্রবণতা কম হওয়ায় মূলধন গঠনের হারও কম। এ সকল দেশসমূহ নিম্নরূপ বৃত্তে আবদ্ধ থাকে।

মূলধনের গঠন

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা

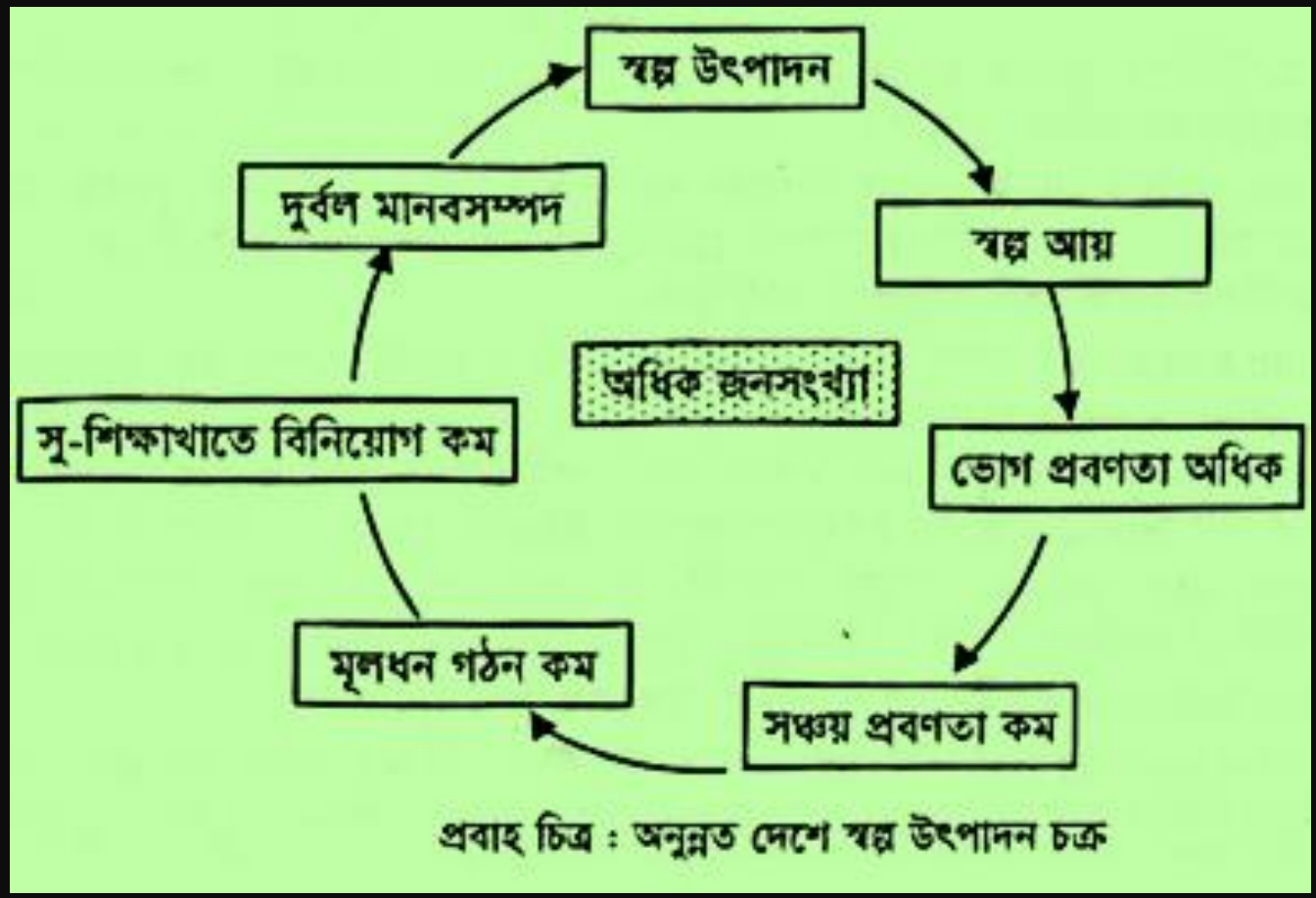

প্রবাহ চিত্র : অনুন্নত দেশে স্বল্প উৎপাদন চক্র

মূলধনের গঠন

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা

৩. সঞ্চয় সংগ্রহে জটিলতা: অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রামেগঞ্জে এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং কাঠামো প্রসারিত হয়নি। তাই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে বিনিয়োগের তহবিল সৃষ্টি করা কঠিন।

(৪. কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব: এখানে উদ্যোক্তা শ্রেণি, মানব সম্পদ সবই দুর্বল-কাঙ্ক্ষিত মানের নয়। তারা আধুনিক উন্নত প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে পারে না। তাই 'স্বল্প উৎপাদন, স্বল্প আয়ের চক্র হতে তারা বের হতেও পারে না।

৫. দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব: এ সকল দেশগুলোতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা শ্রেণির অভাব রয়েছে। তাই বিনিয়োগযোগ্য মূলধন কাঙ্ক্ষিত স্তরে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

৬. উচ্চ সুদের হার: অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার অধিক, ফলে উদ্যোক্তারা কম ঋণ গ্রহণে আগ্রহী। তাই এখানে উৎপাদন ও আয় স্বল্প হয় এবং মূলধন গঠনও হ্রাস পায়।

৭. বিনিয়োগের বিরূপ পরিবেশ: এ সকল দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। মানসম্পন্ন কাঁচামালের অভাব, দুর্বল যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি ও ঘুষ বাণিজ্য, সর্বজনীন নীতির স্থলে স্বজনপ্রীতি প্রভৃতির কারণে কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ অনুপস্থিত।

মূলধনের গঠন

অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা

৮. উচ্চ কর হার: এখানে কর হার অযৌক্তিক এবং উচ্চ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের (VAT) চাপ বেশি। তাই জনগণ কর প্রদানে আগ্রহী হয় না। এছাড়া আইনগত দুর্বলতার কারণে কর ফাঁকির প্রবণতাও অধিক। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।

৯. প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ: মূলধন গঠনের জন্য সুষ্ঠু বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ আবশ্যক। কিন্তু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করে। হরতাল, ধর্মঘট, সন্ত্রাস ইত্যাদির কারণে জনগণের মধ্যে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। জনগণের জানমালের নিরাপত্তার অভাবে সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পায়।

উল্লিখিত কারণ ছাড়াও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগের স্বল্পতা, দূরদৃষ্টির অভাব, সম্পদের অপচয় প্রভৃতি মূলধন গঠনকে বাধাগ্রস্ত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৬ : মূলধন

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. উৎপাদনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে?[ব. বো. '১৬; আলিম '১৬]
(ক) ভূমি (খ) শ্রম (গ) মূলধন (ঘ) সংগঠন

২. মূলধন কী? [দি. বো. '১৬]
(ক) উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান (খ) ভোগের ব্যবহৃত উপাদান
(গ) সঞ্চয় গঠনের উপাদান (ঘ) প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট উপাদান

৩. মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে?বা, নিচের কোনটি মানুষের আয় দ্বারা সৃষ্ট উপাদান?
(ক) ভূমি (খ) শ্রম (গ) মূলধন (ঘ) সংগঠন

৪. মূলধনের স্থানান্তরকে কী বলে?
(ক) স্থায়ী মূলধন (খ) চলতি মূলধন (গ) মূলধনের গতিশীলতা (ঘ) মূলধনের যোগান

৫. ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি করাকে কী বলে? [য. বো. '১৯]
(ক) মূলধনের গতিশীলতা (খ) মূলধনের যোগান
(গ) চলতি মূলধন (ঘ) স্থায়ী মূলধন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান কোনটি? [সি. বো. '১৯]

(ক) ভূমি (খ) শ্রম (গ) মূলধন (ঘ) সংগঠন

৭. মালিকানার ভিত্তিতে মূলধনকে ভাগ করা হয়-[ব. বো. '১৯]

(ক) ২ ভাগে (খ) ৩ ভাগে (গ) ৪ ভাগে (ঘ) ৫ ভাগে

৮. কোনটি মূলধনের বৈশিষ্ট্য?

(ক) সক্রিয় (খ) গতিহীন (গ) উৎপাদনশীল (ঘ) চিরস্থায়ী

৯. যেকোনো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরনের মূলধন ব্যবহার করা যায়?

(ক) ঘূর্ণায়মান (খ) ভাসমান (গ) নিমজ্জিত (ঘ) উৎপাদক

১০. এক ফার্ম হতে অন্য ফার্মে মূলধন স্থানান্তরিত হলে, তাকে কী বলে? [সি. বো. ১৯]

(ক) মূলধনের গতিশীলতা (খ) মূলধনের গঠন (গ) মূলধনের চাহিদা (ঘ) মূলধনের যোগান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১. 'বঙ্গবন্ধু সেতু' কোন ধরনের মূলধনের অন্তর্গত?[আলিম '১৮]
(ক) ভাসমান (খ) চলতি (গ) নিমজ্জমান (ঘ) স্থায়ী
১২. সুদের হার কমলে মূলধন গঠনের পরিমাণ-[কু. বো. '১৯]
(ক) কমবে (খ) বাড়বে (গ) স্থির থাকবে (ঘ) শূন্য হবে
১৩. 'মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' বলেছেন-[রা. বো. '১৬; য. বো. '১৬;]
(ক) আলফ্রেড মার্শাল (খ) অধ্যাপক চ্যাপম্যান
(গ) পি.এ. স্যামুয়েলসন (ঘ) বম বয়ার্ক
১৪. যে মূলধন একাধিক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে কী ধরনের মূলধন বলে? [দি. বো. '১৯]
(ক) ভোগ্য (খ) উৎপাদক (গ) নিমজ্জমান (ঘ) ভাসমান
১৫. নিচের কোনটি মূলধন?[য. বো. '১৭]
(ক) টাকা (খ) স্বর্ণ (গ) লাঙ্গল (ঘ) ব্যাংক আমানত

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ০৬ : মূলধন

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সালাম সাহেব সাভারে তার পোলট্রি খামারটি বিক্রয় করে সেই টাকায় ঢাকার ইসলামপুরে কাপড়ের মিলের জন্য একটি ভবন নির্মাণ করলেন। এরপর সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে মিলের কলকব্জা ক্রয় করেন এবং শেষে জনতা ব্যাংক থেকে আরো ১০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করে মিলটি চালু করেন। [কু. বো. '১৯]

(ক) মূলধন কাকে বলে?

(খ) সঞ্চয় কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়ক? ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকে মূলধনের যেসব গতিশীলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেগুলো চিহ্নিত করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে মূলধনের শ্রেণিবিভাগ করো এবং কোন মূলধন স্বল্প সময়ে অধিক সুনাম বৃদ্ধি করে? বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. রউফ একটি মোটরসাইকেল কারখানার মালিক। ২০১৫ সালে তার প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা। মোটরসাইকেল উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় ২০১৬ সালে তিনি মূলধনের পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করলেন। উক্ত সময়ে তার মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয় ছিল ৫ কোটি টাকা। সম্প্রতি সরকার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সুদের হার কমানো, সঠিক মুদ্রানীতি গ্রহণ, দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। [দি. বো. '১৯]

(ক) স্থায়ী মূলধন কাকে বলে?

(খ) মূলধন কী একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান? ব্যাখ্যা করো।

(গ) মি. রউফ-এর নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

(ঘ) মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সরকারের পদক্ষেপ যথেষ্ট কি না? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

জনাব ছাবের একটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরির মালিক। তিনি প্রতি মাসে কারখানার বাড়িভাড়া বাবদ ১৫,০০০ টাকা, বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৫,০০০ টাকা এবং মেশিন মেরামত খরচ বাবদ ২,০০০ টাকা ব্যয় করেন। এছাড়া কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ৫০,০০০ টাকা এবং শ্রমিকের মজুরি বাবদ ২০,০০০ টাকা প্রতি মাসে ব্যয় করেন। কিন্তু গত ৫ বছর যাবত তাঁর প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে পারেনি। সম্প্রতি তিনি জানতে পারলেন রাজশাহীতে আমের জুসের কাঁচামাল সহজলভ্য এবং উৎপাদন ব্যয় কম। তাই তিনি আইসক্রিম ফ্যাক্টরি বন্ধ করে আমের জুস উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। এখন তাঁর কারখানার উৎপাদিত আমের জুস বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। [সি. বো. '১৯]

(ক) নিমজ্জমান মূলধন বলতে কী বোঝায়?

(খ) সুদের হার মূলধন গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত মূলধনসমূহের ধরন চিহ্নিত করে পরিমাণ নির্ণয় করো।

(ঘ) জনাব ছাবেরের মূলধন স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কোন উপাদানগুলো ভূমিকা পালন করেছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

THANK YOU